দৈনিক খবর

1.5 AUG 1988

৪৪

স্কুল ও পোশাক শিল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দেশের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুল ব্যাংকিং চালু করার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে বিভিন্ন পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সঞ্চয়ী করে তোলার জন্য পোশাক শিল্প ব্যাংকিং নামে অপর একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং প্রকল্প চালু করার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, স্কুল ব্যাংকিং আগামী জানুয়ারী '৮৯ মাস থেকে চালু করা হবে। এর মধ্যে ব্যাংকিং কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়নের কাজ চলবে। এ

৭-এর পাতায় দেখুন

স্কুল ও পোশাক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। তবে স্কুল ব্যাংকিং চালু করার ব্যাপারে কতিপয় সমস্যাও দেখা দিয়েছে। দেশের স্কুলসমূহের একটি বড় অংশেরই কাঁচা ভবন, চেয়ার-টেবিল না থাকা তদুপরী গ্রামীণ বিভিন্ন দলাদলি এ সমস্যাসমূহের অন্যতম। এছাড়া সঞ্চয়ের পদ্ধতি এবং হিসেব যুগ্ম নামে না আলাদা আলাদা পরিচালিত হবে এ নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে সমস্যাগুলোর সুরাহা সম্ভব করে ব্যাংকিং জানুয়ারী থেকে চালু করা যাবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে স্কুল ব্যাংকিং-এর জন্য একটি করে স্কুল বেছে নেয়া হবে। ফলাফল দেখে পরবর্তীতে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। স্কুল ব্যাংকিং-এর জন্য এক টাকা দিয়ে প্রথমে হিসাব খোলা যাবে এবং পরে নিজ নিজ ইচ্ছামত জমা করার ব্যবস্থা থাকবে। মূলতঃ ছাত্ররা পিতামাতার কাছ থেকে টিফিনের জন্য যে টাকা আনে তা থেকেই যাতে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠে স্কুল ব্যাংকিং-এর এ উদ্দেশ্য। সঞ্চিত টাকা ইচ্ছামত তুলেও নিতে পারবে। জীবনের শুরু থেকেই মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ী করে গড়ে তোলার এ প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত করার পেছনে স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্যোগী হতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মত প্রকাশ করেছেন।

পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য ব্যাংকিং

পোশাক শিল্পে কর্মরত প্রায় আড়াই লাখ শ্রমিক রয়েছে। যার শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ হচ্ছে মহিলা শ্রমিক। এরা নিম্ন ও গরীব ঘরের সন্তান। এদের সঞ্চয়ী করে তোলার লক্ষ্যে পোশাক শিল্প শ্রমিক ব্যাংকিং চালু করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) এম এ মুনএম এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতীয় সঞ্চয় পরিদফতরকে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি জরীপ পরিচালনার জন্য।

মন্ত্রীর নির্দেশে পরিচালিত এক সংক্ষিপ্ত জরীপে এ শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র ব্যাংকিং পদ্ধতি চালুর বেশ সম্ভাব্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিক জরীপে দেখা গেছে, নিম্ন ঘরের এসব তরুণী ও মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যাংকে সঞ্চয় করছে। এ সঞ্চয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। আরেকটি অংশ নিজে খেয়ে পড়ে যা বাকী থাকে তা দিয়ে রূপচর্চা এবং ঠাটবাট বজায় রাখে। অন্য একটি অংশ নিজে খেয়ে না খেয়ে দেশে পরিবার-পরিজনদের টাকা পাঠিয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মন্ত্রী বদলের পর এ ব্যাংকিং পদ্ধতি আদৌ চালু করা হবে কি-না।

দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ে আকর্ষণ কম

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের প্রতি জনগণের আকর্ষণ কম। মধ্যমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ের প্রতিই ঝোঁক বেশী। এ অবস্থায় তিন বছর মেয়াদী একটি সঞ্চয় স্কীম চালু করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ৮, ৬ ও ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র চালু রয়েছে। বার বার টাকার অবমূল্যায়নের পর পূর্বে সঞ্চিত টাকা সঞ্চয়ের মেয়াদ শেষের পর তেমন কিছু লাভজনক অংকে দাঁড়ায় না বলে মানুষের মাঝে এ প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাইজবণ্ড

পঞ্চাশ টাকার প্রাইজবণ্ড জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ার পর সরকার এখন ১শ' ও ৫শ' টাকার প্রাইজবণ্ড বাজারে ছাড়ার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানা গেছে। শিগগিরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

দেশে বর্তমানে ১০ ও ৫০ টাকার প্রাইজবণ্ড চালু রয়েছে। প্রতি সিরিজে ৫ লাখ পিস হিসেবে ১০ টাকার ৫৩টি এবং ৫০ টাকার ১০টি সিরিজ বাজারে এখন চালু রয়েছে। ৫০ টাকার বণ্ড ইতিমধ্যেই দু'বার ছাপা হয়েছে। তৃতীয়বার ছাপার কাজও শিগগিরই শুরু হবে।